بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবচরিতের প্রেক্ষাপটে তাবূকের যুদ্ধের অবশিষ্ট বিবরণ তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাবূকের যুদ্ধের ঘটনাবলি বর্ণিত হচ্ছিল। এর পরবর্তী বিবরণ হলো, এ যুদ্ধে একজন মহিলা সাহাবী পরম নিষ্ঠা ও উদ্দীপনা প্রদর্শন করেছিলেন। যুদ্ধাভিযানটি সিরিয়া অভিমুখে হওয়ার কারণে প্রত্যেকে মহানবী (সা.)-এর প্রাণের বিষয়ে শঙ্কিত ছিলেন। বিশেষ করে নারী সাহাবীরা নিজেদের প্রিয় স্বর্ণালংকার কুরবানী করেছিলেন, নিজেদের স্বামী-সন্তানকে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর কিছু হয় কিনা সে বিষয়ে তারা খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী যাত্রা করার কিছুদিন পর এক যুবক সাহাবী, যিনি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে কাজের উদ্দেশ্যে কোথাও গিয়েছিলেন, তিনি মদীনায় ফেরত আসেন। বাহির থেকে অনেক দিন পর এসে স্বভাবতই তিনি নিজের স্ত্রীকে আদর করতে কাছে যেতে চান। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে দূরে সরিয়ে দেন এবং বলেন, মহানবী (সা.) প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে গেছেন আর তুমি আসছো আমাকে আদর করতে? প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব পালন করে এসো, এরপর দেখা যাবে। একথা শুনে সেই সাহাবীও বাড়ি থেকে দ্রুত বের হয়ে ঘোড়া নিয়ে অগ্রসর হন এবং তিন মঞ্জিল দূরত্ব অতিক্রম করে মুসলমান সেনাদের সাথে গিয়ে মিলিত হন। এই ছিল মহানবী (সা.)-এর প্রতি নারী সাহাবীদের ভালোবাসার দৃষ্টান্ত।

বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে, সফরে পর্যায়ক্রমে পনেরো বা ঊনিশটি স্থানে শিবির স্থাপন করে মহানবী (সা.) ও মুসলমানরা তাবূক প্রান্তরে পৌঁছেন। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, উক্ত স্থানগুলোতে পরবর্তীতে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেগুলোর নাম স্থানগুলোর নামানুসারে রাখা হয়েছে। যাত্রাপথে একবার মহানবী (সা.)-এর ঘুম থেকে উঠতে দেড়ি হয়ে যায়, তিনি যখন জাগ্রত হন তখন সূর্য দিগন্ত থেকে এক বর্শা পরিমাণ ওপরে ছিল। তাই তিনি (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন, আমি কি তোমাকে ফজরের নামাযে ডাক দিতে বলি নি? হযরত বেলাল (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমারও আপনার মতো ঘুম ভাঙ্গে নি। যাহোক, এরপর তিনি (সা.) সৈন্যবাহিনীকে সামনে অগ্রসর হতে বলেন আর কিছুদূর গিয়ে বাহন থেকে নেমে সাহাবীদের নিয়ে ফজরের নামায পড়েন। এরপর সারা দিনরাত সফর করে পরের দিন সকালে তিনি (সা.) তাবূকে পৌঁছেন।

সেখানে পৌঁছে তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করেন এবং সাহাবীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি (সা.) বলেন, **হে লোকসকল! সর্বাধিক সত্য কথা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সবচেয়ে মজবুত বন্ধন হলো তাকওয়াপূর্ণ কথা। আর সর্বোত্তম ধর্ম হলো ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্ম এবং সর্বোত্তম সুন্নত হলো মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত। সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার কথা হলো আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং শ্রেষ্ঠ বর্ণনা হলো কুরআন। আর শ্রেষ্ঠ কাজ হলো সেই কাজ যা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে করা হয় এবং নিকৃষ্টতম বিষয় হলো বিদা'ত (বা নব সংস্করণ)। আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো নবীদের হিদায়াত এবং শ্রেষ্ঠ মৃত্যু হলো শহীদের মৃত্যু, হিদায়াত পাওয়ার পর সবচেয়ে বড়ো অন্ধত্ব হলো পথভ্রষ্টতা। আর সর্বোত্তম কাজ হলো যা উপকারী এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হলো, যে হিদায়াত অনুসরণ করা হয় আর নিকৃষ্টতম অন্ধত্ব হলো হৃদয়ের অন্ধত্ব। ওপরের হাত তথা দানশীলের হাত নীচের হাত তথা গ্রহীতা হতে উত্তম।** তিনি (সা.)

আরও বলেন, **বড়ো পাপসমূহের মধ্যে একটি হলো মিথ্যাকথা বলা। প্রকৃত ধনসম্পদ হলো হৃদয়ের ধন আর সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। জ্ঞানীর পরিপূর্ণতা হলো আল্লাহ্‌র ভয় এবং সর্বোত্তম কথা হলো যে কথা হৃদয়ে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়। সন্দেহ পোষণ করা কুফরের অংশ, বিলাপ করা অজ্ঞতার কাজ এবং খিয়ানত জাহান্নামের আগুন। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট আয় হলো সূদের আয় এবং সবচেয়ে মন্দ আহার হলো এতীমের সম্পদ ভক্ষণ। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে অন্যদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আর দুর্ভাগা সে, যে মায়ের গর্ভ থেকেই দুর্ভাগা হয়ে জন্ম নেয়। তোমাদের প্রত্যেকে চার হাত (কবরের) জায়গার দিকে যাচ্ছে এবং পরিণামই হলো প্রকৃত বিষয়; কাজের বিচার হয় তার শেষ পরিণামে। সবচেয়ে খারাপ বর্ণনাকারী সে, যে মিথ্যা রটনা করে আর যা কিছু আসন্ন তা নিকটেই আছে। মু'মিনকে গালি দেওয়া পাপ এবং মু'মিনের সঙ্গে যুদ্ধ করা কুফর। মু'মিনের গীবত করা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা এবং তার সম্পদও সেভাবে পবিত্র যেভাবে তার রক্ত পবিত্র। যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে শপথ করবে সে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করবে আর যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। যে তার ভাইকে ক্ষমা করবে আল্লাহ্‌ও তাকে ক্ষমা করবেন। যে ক্রোধ সংবরণ করবে আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করবেন। যে বিপদে ধৈর্য ধরবে আল্লাহ্ তাকে প্রতিদান দেবেন আর যে খ্যাতি চায়, আল্লাহ্ তাকে সুখ্যাতি দেবেন। যে ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ দান করবেন আর যে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। তিনি (সা.) এ কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তারপর বলেন, "আমি আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"**

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক আরও বর্ণিত, তাবূকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) তাঁর বাহনের সাথে হেলান দেওয়া অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, **আমি কী তোমাদেরকে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না? লোকদের মাঝে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে ঘোড়া বা উটে আরোহণ করে অথবা পদব্রজে আল্লাহ্‌র পথে কাজ করতে করতে নিহত হয়। আর লোকদের মাঝে নিকৃষ্ট হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে কিন্তু সে তার নিজ অজ্ঞতার কারণে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না।**

এ সময় মহানবী (সা.) হিরাক্লিয়াস, অর্থাৎ রোমান সম্রাটকে পত্র মারফত ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তিনি (সা.) বলেন, যে আমার এ পত্র তার কাছে পৌঁছে দেবে সে জান্নাত লাভ করবে। এক ব্যক্তি বলে, যদি সে তা প্রত্যাখ্যান করে? তিনি (সা.) বলেন, তথাপিও যাও। এরপর এক সাহাবী হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্রটি পৌঁছালে সে তা পাঠ করে এবং বলে, **তুমি তোমার নবীর কাছে যাও এবং তাঁকে জানিয়ে দাও, আমি তাঁকে মান্য করি, কিন্তু আমি আমার রাজত্ব ছাড়তে চাই না।** সে মহানবী (সা.)-কে কিছু দীনারও উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করে। সেই সাহাবী ফিরে এসে এ কথা অবগত করলে মহানবী (সা.) বলেন, **সে মিথ্যা বলেছে। এরপর তার প্রেরিত দীনার লোকদের মাঝে বন্টন করে দেন।**

তাবূকে অবস্থানকালে **আয়েলাবাসীর** সাথে সন্ধির বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়, আয়েলার শাসক **ইউহান্না বিন রুবা** মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তার সাথে **সিরিয়া, ইয়েমেন** ও সাগরতীরবর্তী এলাকার অধিবাসী এবং **জারবা ও আজরুহ্**-এর লোকেরাও এসেছিল আর তারাও সন্ধি ও সমঝোতার অনুরোধ জানায়। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাদের জন্য একটি নিরাপত্তানামা লিখে দেয়া হয়, যা **হযরত জুহাইম বিন সাল্‌ত** (রা.) অথবা হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রা.) লিখেছিলেন। এরপর **মাকনার** অধিবাসীদের সাথেও সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

মাকনাবাসীরা ছিল ইহুদী এবং সাগরতীরে আয়েলার নিকটবর্তী একটি জনপদ ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিরাপত্তানামার আবেদন করলে তিনি (সা.) তাদেরকেও তা লিখে দেন।

এ সময় একটি সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছিল **হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ** (রা.)-র নেতৃত্বে **উকায়দির বিন আব্দুল মালেক** অভিমুখে। উকায়দির ছিল বনু কিন্দাহ গোত্রের নেতা এবং খ্রিষ্টান ধর্মানুসারী। তাবূক থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে তার দুর্গ ছিল। মহানবী (সা.) হযরত খালেদ (রা.)-কে বলেছিলেন, **তুমি তাকে রাতের বেলা দেখতে পাবে। সে যখন জংলি গরু শিকার করতে বের হবে তখন তাকে পাকড়াও করবে। যদি তোমরা তার ওপর বিজয় লাভ করো তাহলে তাকে হত্যা করবে না, বরং আমার কাছে নিয়ে আসবে। আর যদি সে অস্বীকার করে এবং লড়াই করতে উদ্যত হয় তাহলে তাকে হত্যা করবে।** পরবর্তীতে এমনই ঘটেছিল, অর্থাৎ, সে লড়াই করে নি তাই তাকে আটক করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয় কিন্তু তার ভাই **হাসান** লড়াই করেত উদ্যত হয় আর হযরত খালেদ ও তাঁর সাথীরা তাকে হত্যা করেন।

তাবূক অভিযানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে আর তা হলো, **হযরত আব্দুল্লাহ্ যুলবিজাদাইন** (রা.) ইন্তেকাল করেন আর মহানবী (সা.) স্বয়ং এবং হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) সেখানে তাকে সমাহিত করেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.) কবরে নেমেছিলেন আর তারা উভয়ে তার লাশ তুলে তাঁর হাতে দেন এবং তিনি (সা.) তাকে শায়িত করে তার জন্য দোয়া করেন। এ দৃশ্য দেখে কিছু প্রবীণ সাহাবী (রা.) পর্যন্ত আক্ষেপ করেছিলেন, হায় তারা যদি এই সৌভাগ্যের স্থানে থাকতেন!

একইভাবে এ সফরে **হযরত মুয়াবিয়া বিন মুয়াবিয়া মুযনী (রা.)**-র জানাযার ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য। হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর তাবূকে অবস্থানকালে জীব্রাইল (আ.) তাঁর কাছে এসে বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মুআবিয়া মুযনী মদীনায় ইন্তিকাল করেছেন; আপনি তার জানাযা পড়ান। এরপর দিব্যদর্শনে তার জানাযার খাটিয়া আকাশে উত্তোলিত করা হলে তিনি (সা.) সেটি সামনে রেখে জানাযার নামায আদায় করেন।** এরপর তিনি (সা.) জীব্রাইলকে জিজ্ঞেস করেন, সে কীভাবে এমন মর্যাদা লাভ করেছে? হযরত জীব্রাইল (আ.) বলেন, **সূরা এখলাসের প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে তিনি এই মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি দাঁড়িয়ে, বসে, বাহনে কিংবা পদব্রজে সর্বাবস্থায়ই এটি তিলাওয়াত করতেন।**

তাবূক থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে মহানবী (সা.) সাহাবীদের পরামর্শ চাইলে হযরত উমর (রা.) বলেন, রোমানদের প্রচুর সৈন্য রয়েছে আর আমরা তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। তবে তারা আপনার আগমনের কারণে ইতোমধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত। তাই যতক্ষণ না কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে দেন আমরা এবারের মতো ফেরত চলে যাই। এরপর তিনি (সা.) তাবূকে প্রায় বিশ দিন অবস্থানের পর ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী মদীনা থেকে যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন মিলিয়ে মোট সময় লেগেছিল দুই বা আড়াই মাস বা তারও কিছু বেশি।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) বাংলাদেশের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি, পাকিস্তানের আহমদীদের বিরোধিতা এবং ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলমান এবং কোনো কোনো আফ্রিকান দেশের নিপীড়িত আহমদীদের নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আহ্বান জানান। পরিশেষে রাবওয়ার

মরহুম হুসাইন সাহেবের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)